জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

United Nations and Bangladesh

ইউনিট ১০

ভূমিকা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে জন্ম হয় জাতিসংঘের। শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারা বা না পারা নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকলেও, জাতিসংঘের বিকল্প ব্যবস্থা এখনও পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ পরস্পরের অকৃত্রিম বন্ধু। জাতিসংঘ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুণর্গঠনে সহযোগিতা থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়ন, বিভিন্ন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশও তেমনি জাতিসংঘের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। বিশেষ করে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এ ইউনিটে মূলত জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি, বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা, জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপে জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১০.১: জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি

পাঠ- ১০.২: বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ

পাঠ- ১০.৩: নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা

পাঠ-১০.১ জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি
Bacground of the Foundation of United Nations

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনা করতে পারবেন;
- জাতিসংঘের কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জাতিসংঘ, বিশ্বশান্তি, বিশ্বযুদ্ধ, জাতিপুঞ্জ, জাতিসংঘ সনদ, সচিবালয়, মহাসচিব, স্থায়ী, অস্থায়ী অধিবেশন, ভেটো।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা ও কাঠামো

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার একক বিশ্বসংস্থা হল জাতিসংঘ (United Nations)। জাতিসংঘের সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে কিন্তু এর বিকল্প এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ্য যেমন শান্তি প্রতিষ্ঠা তেমনি এর জন্মও পূর্বতন রূপের শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা থেকে, যা জাতিপুঞ্জ (League of Nations) নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু পৃথিবীতে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং এর ধ্বংসযজ্ঞ জাতিপুঞ্জের কবর রচনা করে। তার পরিবর্তে শান্তিকামী ও কার্যকর একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্যোগে প্রথমে এগিয়ে আসেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট যিনি জাতিসংঘ (United Nations) নামটি রাখেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল এবং রুজভেল্টের সহযোগী হ্যারি হপকিনস ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে একটি খসড়া তৈরি করেন। পরবর্তীতে মিত্রশক্তি গঠিত হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনও এতে যোগ দেয়। ১৯৪২ সালের ১-২ জানুয়ারি ২৬টি রাষ্ট্র জাতিসংঘ ঘোষণায় সাক্ষর করে।

প্রতিষ্ঠা

জাতিসংঘ ঘোষণায় স্বাক্ষরের পর আমেরিকার ডাম্বরটন ওকস সম্মেলনে মিত্রশক্তির বড় চার সদস্যদের মধ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিলে সানফ্রান্সিসকোতে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই জাতিসংঘ সনদের খসড়া প্রণীত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবরে বিশ্বের ৫০টি রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদ (UN Charter) স্বাক্ষর করে। এর মধ্য দিয়েই বর্তমান জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই ২৪ অক্টোবরকে জাতিসংঘ দিবস বলা হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো

বর্তমানে জাতিসংঘ পাঁচটি অঙ্গ সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যথা- (১) সাধারণ পরিষদ (The General Assembly) (২) নিরাপত্তা পরিষদ (The Security Council) (৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (The Economic and Social Council) (৪) সচিবালয় (The Secretariat) ও (৫) আন্তর্জাতিক আদালত (The International Court of Justice)। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত অছি পরিষদ নামে জাতিসংঘের আরও একটি অঙ্গ সংস্থা ছিল।

সাধারণ পরিষদ

সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গ সংস্থা। জাতিসংঘের সব সদস্য এ পরিষদের সদস্য। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩টি। বাৎসরিকভাবে এ পরিষদের অধিবেশন বসে যা সাধারণ অধিবেশন নামে পরিচিত। তবে জরুরি প্রয়োজনেও সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদ

নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী কাঠামো। অন্য পরিষদ কেবল কোন বিষয়ে সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব মূলত নিরাপত্তা পরিষদের। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বজার রাখার দায়িত্বটি মূলত এ পরিষদই তদারকি করে থাকে। এ পরিষদের স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই ধরনের সদস্য রয়েছে। স্থায়ী সদস্য হল ৫টি। যথা, (১) যুক্তরাষ্ট্র,

(২) রাশিয়া, (৩) যুক্তরাজ্য, (৪) ফ্রান্স ও (৫) চীন। তাছাড়াও ১০টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে। এসব সদস্য দুই বছরের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত হয়। স্থায়ী সদস্যদের ভেটো (Veto) নামে বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে।

সচিবালয়

জাতিসংঘ সচিবালয় নিউইয়র্কে অবস্থিত। সচিবালয়ের প্রধান হচ্ছেন মহাসচিব (UN General Secretary)। তিনি জাতিসংঘের মুখপাত্র। জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী মহাসচিব হলেন প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশে সাধারণ পরিষদ মহাসচিব নিযুক্ত করে থাকে। জাতিসংঘ মহাসচিবের মেয়াদ পাঁচ বছর। তিনি সর্বোচ্চ দু'বারের জন্য মনোনীত হতে পারেন। পর্তুগালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আন্তোনিও গুটারেস ১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি এ বিশ্বসংস্থাটির নবম মহাসচিব।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অবৈধ হস্তক্ষেপ, যুদ্ধাপরাধ, জাতিগত দাঙ্গা এ বিষয়গুলো এ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। এ আদালতে মোট ১৫ জন বিচারক রয়েছেন। তাঁরা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে অবস্থিত।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

এ পরিষদ মূলত জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে থাকে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ছোট ও মধ্যম সারির রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয়। পরিষদের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ৫৪। রাষ্ট্রগুলো সাধারণ পরিষদ দ্বারা ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতিসংঘ এ যাবৎকালে সৃষ্ট সর্ববৃহৎ ও সর্বোচ্চ কার্যকরি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য বিশ্বে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বিশৃঙ্খলতার পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমানে জাতিসংঘ প্রথাগত নিরাপত্তার পাশাপাশি অপ্রথাগত নিরাপত্তার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এছাড়াও বিশ্ববাসীর জীবনমান উন্নয়নে জাতিসংঘ অপরিসীম ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামো আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব প্রতিষ্ঠান হল জাতিসংঘ। ১৯৪৫ সালে ৫০টি দেশ 'জাতিসংঘ সনদ' স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হয়। এক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ও উইন্সটন চার্চিল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে ১৯৩টি দেশ এ বিশ্বসংস্থার সদস্য। সংস্থাটি পাঁচটি কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যথা, সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, সচিবালয় ও আন্তর্জাতিক আদালত। জাতিসংঘের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন মহাসচিব। তাঁর মেয়াদ ৫ বছর। পাঁচটি পরিষদ থাকলেও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদই বিশ্বশান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তদারকি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জাতিসংঘ বর্তমানে কয়টি অঙ্গ সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়?

(ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

২। জাতিসংঘ সনদ কত সালে সাক্ষরিত হয়?

(ক) ১৯৪২ (খ) ১৯৪৩ (গ) ১৯৪৪ (ঘ) ১৯৪৫

পাঠ-১০.২ বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ
Bangladesh and United Nations

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জাতিসংঘ, বাংলাদেশ, সদস্যপদ, মুক্তিযুদ্ধ, শান্তিরক্ষী বাহিনী, গণতন্ত্র ও সুশাসন।

বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের অকৃত্রিম সম্পর্ক সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় থেকেই জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। সাধারণত নব্য স্বাধীন দেশ দ্রুত জাতিসংঘের সদস্য হয়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর ইঙ্গিতে চীন সদস্য হওয়ার পথে ভেটো দিয়েছিল। অবশেষে বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এর এক সপ্তাহ পর, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় বক্তৃতা করেন।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা

জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘে নানামুখী ভূমিকা রেখে চলেছে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়। ১৯৭৬ ও ১৯৮১ সালে দুই মেয়াদে চার বছরের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। তাছাড়াও ১৯৮৬-৮৭ মেয়াদে ৪১তম সাধারণ পরিষদের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী। বাংলাদেশ দুইবার অর্থাৎ ১৯৭৯-১৯৮০ এবং ২০০০-২০০১ মেয়াদে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়। এ সময়ে আরব-ইসরাইল মতবিরোধ, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, এঙ্গোলা, কসোভো, গণতান্ত্রিক কঙ্গো ও সিয়েরলিওনের সঙ্কট নিরসনে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে একত্রে ভূমিকা পালন করে।

জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ্য হল বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতিসংঘে সর্বোচ্চ শান্তি সেনা প্রেরণকারী দেশ। বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে ইরাক ও নামিবিয়া শান্তি মিশনে যোগ দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অংশ নেয়া শুরু করে। তারপর থেকে ২০১৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতিসংঘের প্রায় ৫৪টির মতো শান্তি মিশনে ২৫টি দেশে দায়িত্ব পালন করে। এ সময়ে বাংলাদেশের সেনার শান্তি প্রতিষ্ঠায় জীবন দিয়েছেন। সিয়েরালিওন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকায় সন্তুষ্ট হয়ে ২০০২ সালে বাংলাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ জাতিসংঘের শরণার্থী কমিশন (UNHCR), নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন (CEDAW), উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (FAO) ইত্যাদি সংস্থায় বাংলাদেশ বিভিন্নভাবে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে সমর্থন ও সহযোগিতার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা আরম্ভ হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘ বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং শরণার্থীদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্ট ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে মানব ইতিহাসে অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিদল জাতিসংঘে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে জাতিসংঘের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতিসংঘ ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে লক্ষ-লক্ষ শরণার্থীদের জন্য পূর্ব পাকিস্তান শরণার্থী কার্যক্রম (UNEPRO) ঘোষণা করে। এ সময়ে সূচিত বিশ্ব খাদ্য

কর্মসূচি (WFO), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) কার্যক্রম অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে UNDP ১৯৭২ সাল থেকেই তাদের পুনর্গঠনমূলক ও উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে। এক্ষেত্রে সংস্থাটি আর্থিক, সামাজিক, কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। ২০০৫ সালে গৃহীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) বাস্তবায়নে ২০০৬-২০১০ সালে UNDP বিপুল অঙ্কের সহায়তা দিয়েছে। গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রশিক্ষণও প্রদান করে সংস্থাটি। ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নে UNDP গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। টিকাদান কর্মসূচি, প্রজনন স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ মোকাবেলা ইউনিসেফ (UNICEF), পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) বড় ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও বাংলাদেশে শ্রম শক্তির উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ৩৫টি কনভেনশনে অনুসমর্থন করেছে। এর ফলে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে।

জাতিসংঘের এসব সংস্থাগুলো সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় লক্ষ-লক্ষ শরণার্থীদের সহযোগিতা করা থেকে শুরু করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়াসহ যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্র গঠনে নীতিগত, আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়েছে জাতিসংঘ। বর্তমানে জাতিসংঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য
(ক) ১৩৬ (খ) ১৩৭ (গ) ১৩৮ (ঘ) ১৩৯

২। বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের সদস্য হয়:
(ক) ১৯৭২ (খ) ১৯৭৩ (গ) ১৯৭৪ (ঘ) ১৯৭৫

৩। জাতিসংঘ বাংলাদেশে কাজ করে-
i. শিশু উন্নয়নে
ii. নারী অধিকার রক্ষায়
iii. স্বাক্ষ্য রক্ষায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৩ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা

Role of United Nations in the Elemination of all forms Discrimination Against Women

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- CEDAW কী বলতে পারবেন;
- CEDAW এর নীতি ও উদ্দেশ্য আলোচনা করতে পারবেন;
- নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে CEDAW এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- এ বিষয়ে জাতিসংঘের অন্যান্য ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সিডো, নারী বৈষম্য, প্রতিরোধ, সমতা, অধিকার, সনদ, প্রবেশাধিকার, অনুসমর্থনকারি, ধারা, শরীয়া, পন্থা।

পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা সভ্যতায় নারীর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য য়ে পৃথিবীর সব দেশেই নারীরা কম বেশি বৈষম্যের শিকার। শুধু অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে নয়, উন্নত বিশ্বের নারীরাও বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার। এ প্রেক্ষিতেই জাতিসংঘ নারীদের অধিকার রক্ষায়, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য প্রতিরোধ কনভেনশন বা Convention on the Elemination of all forms of Discrimination Against Women- CEDAW (সিডো) গ্রহণ করে। এ কনভেনশন গৃহ নির্যাতন, প্রজনন, আইনগত, রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রের নারীদের সমমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে থাকে।

সিডো'র (CEDAW) নীতি/উদ্দেশ্য

আইনী কাঠামোতে পুরুষ ও নারীর সমতার নীতি অন্তর্ভুক্ত করা এবং বৈষম্যমূলক সব আইন বাতিল করে বৈষম্য নিরোধ করে এমন আইন গ্রহণ করা।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে কার্যকর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

যেকোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠকের দ্বারা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করা।

সিডোর (CEDAW) উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা

সিডোতে মোট ৩০টি ধারা রয়েছে। ধারাগুলোতে অনেক উপধারায় নারীদের বিভিন্ন বৈষম্য, বৈষম্যরোধ ও অধিকার আদায়ের নির্দেশনা যুক্ত। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গ্রামীণ, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান ও করণীয় শীর্ষক ধারা যুক্ত হয়েছে সিডো'তে। মূলত ১-১৬ পর্যন্ত ধারায় এসব বর্ণিত আছে। তাছাড়া ১৭-৩০ ধারা পর্যন্ত CEDAW পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত। নিচে CEDAW এর কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা হল।

ধারা-৪ (১) সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীদের ইতিবাচক পদক্ষেপ।

ধারা-৭ (১-৬) নির্বাচিত, উচ্চ উপদেষ্টা সংস্থা, বিচারিক, রাজনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়নে নারীদের ভূমিকা।

ধারা-১০ : প্রাক বিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নারীদের সামগ্রিক স্বাক্ষরতা নিশ্চিত করা।

ধারা-১১ : নারীদের জন্য সামাজিক এবং কর্মপরিবেশ তৈরি। তাদেরকে কর্মগুণে ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইতিবাচক কর্মপন্থা নির্ধারণ।

ধারা-১৩ : সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

CEDAW ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সিডো অনুসমর্থনকারী একটি দেশ। ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ সিডো অনুসমর্থন করে। শুরুতে ধর্মীয় অনুভূতির যুক্তিতে বাংলাদেশ সিডো সনদের চারটি ধারা সমর্থন করেনি। পরবর্তীতে দুটি ধারার ওপর বাংলাদেশ সরকার আপত্তি প্রত্যাহার করে। তবে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত সিডো'র ২ এবং ১৬.১(গ) ধারা থেকে আপত্তি তুলে নেয়নি। এই দুই ধারা দুটিতে প্রথমটিতে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য অবসানে আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে। ১৬.১(গ) ধারাতে বিয়ে ও বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে।

জাতিসংঘের অন্যান্য পদক্ষেপ

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ পদক্ষেপে জাতিসংঘ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। মানব উন্নয়নে জাতিসংঘের অন্যান্য অনেক পদক্ষেপ রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ নারী ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে এটি জাতিসংঘের উন্নয়ন গ্রুপের অন্যতম সদস্য। এ ইউনিটের মাধ্যমে জাতিসংঘের বিভিন্ন নারী উন্নয়নমূলক উদ্যোগকে এক ছাতার নিচে আনা হয়। এ বিষয়ে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন বলেন, 'জাতিসংঘ নারী ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হবে লিঙ্গ সমতা, সুযোগের সম্প্রসারণ এবং বিশ্বব্যাপী নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য প্রতিহত করা। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের সংবিধানকে নারীবান্ধব করার জন্য জাতিসংঘ ২০১৩ সালের শেষের দিকে একটি তথ্য ভাণ্ডার চালু করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (MDG) উল্লেখযোগ্য উন্নতির পর টেকসহ উন্নয়ন মাত্রায় (SDG) শিক্ষা সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সিডো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বব্যাপী নারী বৈষম্যের শিকার। নারীদের এমন অবস্থা বিবেচনা করে জাতিসংঘ ১৯৭৯ সালে CEDAW প্রণয়ন করে। এ সনদে নারীদের প্রতি বিভিন্ন বৈষম্য ও তা দূরীকরণে বিভিন্ন সংস্থা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার কথা উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ CEDAW এর সদস্য। ২টি ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারাগুলোকে দেশটি অনুসমর্থন করেছে। জাতিসংঘ সিডো ছাড়াও নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপের চেষ্টা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ সিডো (CEDAW) অনুসমর্থন করে কত সালে?

(ক) ১৯৭৬ (খ) ১৯৭৮ (গ) ১৯৮৪ (ঘ) ১৯৯৮

২। সিডো'র উদ্দেশ্য হল-

i. নারীর প্রতি বৈষম্যের অবসান
ii. বৈষম্যমূলক আইন টিকিয়ে রাখা
iii. বৈষম্যের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.১ ঃ ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.২ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৩ ঃ ১। গ ২। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

রসুলপুর ইউনিয়নের পাঁচটি গ্রামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকে। চেয়ারম্যান ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তা প্রতিরোধ করতে পারছে না। এ অবস্থায় প্রত্যেক গ্রাম থেকে পাঁচজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি সমিতি তৈরি করা হল। এই সমিতির কাজ হবে গ্রামগুলোর অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। তাছাড়া গ্রামগুলোর উন্নয়নে শিক্ষা সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটি বিভিন্ন সহযোগিতা করে থাকে।

(ক) জাতিসংঘ কী? ১

(খ) জাতিসংঘের সাংগঠণিক কাঠামো উল্লেখ করুন? ২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করুন। ৩

(ঘ) উদ্দীপ অনুযায়ী জাতিসংঘের শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা মূল্যায়ন করুন। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

'ক' একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী-দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে এবং নারী-পুরুষের বৈষম্যও উল্লেখ করার মতো। ফলে নারীরা বিভিন্ন সময় নির্যাতনের শিকার হয়। এরকম অন্যান্য রাষ্ট্রের অবস্থা বিবেচনায় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা নারীর প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধে একটি ঐক্যমতে পৌঁছে। তাঁদের লিখিত মতামত সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আনতে বাধ্য করে। ফলে সকল ধরণের রাষ্ট্রেই নারীদের সুযোগ নিশ্চিত হচ্ছে।

(ক) বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য? ১

(খ) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের নাম লিখুন। ২

(গ) উদ্দীপক অনুযায়ী কেমন ধরণের রাষ্ট্রে এবং কেন নারী নির্যাতন বেশি হয়। ৩

(ঘ) নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন প্রতিরোধে কি কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়? ৪